Episode No. – 42

Causes of damage and how to reverse the impact of loss of habitat in ocean

- সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষে রূপক কুমার হোম রায়

নাটক – সাইকেল

চরিত্র :	১।	রহিম	–	সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসা করে। বয়স – ৪০ – ৪৫
	২।	মুমতাজ	–	রহিমের স্ত্রী। বয়স – ৩৫
	৩।	আয়েষা	–	রহিমের মেয়ে। বয়স – ১৯
	৪।	আবিদ	–	রহিমের ছেলে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স – ১৪
	৫।	মুইম	–	জেলে। বয়স – ৪০
	৬।	বীরেন	–	জেলে। পঞ্চায়েত সদস্য। বয়স – ৫০
	৭।	সাগর মণ্ডল	–	পঞ্চায়েত প্রধান। বয়স – ৫০
	৮।	শ্যামল	–	গ্রামবাসী। বয়স – ৪৫
	৯।	মাস্টারমশাই	–	বয়স – ৬০ এর কাছাকাছি

।। দৃশ্য – ১ ।।		
(রহিমের বাড়ি। স্ত্রী মুমতাজ কাজে ব্যস্ত। ছেলে আবিদ দৌড়ে বাড়িতে এলো)		
আবিদ	:	মা, মা। ও মা
মুমতাজ	:	কী হইচে ? চেঁচাচ্ছিস কেন ?
আবিদ	:	আব্বা-জানরা কাল ফিরছে। হাটে গেছলাম। মুইম চাচা বলল।
মুমতাজ	:	মুইম ভাইজান কনে জানলো ?
আবিদ	:	রেডিয়োতে খবর এস্‌ছে বলল। নাইতে যাচ্ছি। স্কুলে যাব। ভাত বাড়।

আয়েষা	:	মা, আমাকে ভাত দাও। কলেজে দেরী হয়ে যাবে।
মুমতাজ	:	(স্বগোক্তি) আল্লাহ্, মানুষটা যেন ভালভাবে ঘরে ফেরে। গতবারে একদম মাছ পায় নাই। এবার আল্লাহ্, তার যেন কোন খামতি না হয় দেখো।
আয়েষা	:	(মাকে তাড়া দেয়) কি হল ? কী ভাবছ ? খেতে দেবে না ? কতটা যেতে হবে বলতো ?
মুমতাজ	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি মা। আসনটা নিয়ে বস্। পানিটা তো নিতে পারতিস্। তিন মাস পরে লোকটা বাড়ি আসছে। কলেজ থেকে এসে একটু জামা কাপড়গুলো গুচ্ছিয়ে রাখিস্ মা।
আয়েষা	:	(খেতে খেতে) ভাই তো বললো আব্বারা কাল এসে পৌঁছাবে। আজকেই এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আর দ্যাখো – কাল আসে না পরশু আসে ? সমুদ্রের কথা কেউ বলতে পারে ?
মুমতাজ	:	ওরা নিশ্চয়ই মোনার মুখে ঢুইকে গ্যাছে।
আয়েষা	:	মোহনার মুখেই তো যত গণ্ডগোল। যা হোক। আমি চললাম, দেরী হয়ে গেছে মা।
মুমতাজ	:	আয়, আয়, সাবধানে যাবি মা। ভ্যানের পিছনে বসিস্ না যেনো। আল্লাহ্, আল্লাহ্। মেয়েটা পাশ করে একটা চাকরি পেলে বাপটাকে আর ট্রেলার নিয়ে যেতে দেবনি।
আবিদ	:	কই ভাত বাড়িস্ নি ? এবার কিন্তু আমার সাইকেল চাই, তুই আব্বাকে বলবি।
মুমতাজ	:	দাঁড়া, দাঁড়া, মানুষটা আগে ফিরুক। আগেরবার মাছ পেলনি। মহাজনের ধার শোধ হল নি। আবার ধার করে টেলার নিয়ে দরিয়ায় গ্যাল। এবারও যদি মাছ না পায় তাহলে না খেয়ে থাকতে হবে।
আবিদ	:	(বিরক্তি সহ) ভাত দ্যাও। শাক্, চচ্চড়ি ছাড়া আর কিছু নেই।
মুমতাজ	:	আছে, আছে। শুটকির ঝাল আছে।
আবিদ	:	না, আমি শুটকি খাব নি। রোজ রোজ শুটকি ভাল লাগে নি। (খাবার ছেড়ে উঠে পরে)

মুমতাজ	:	কী হল ? উঠে পড়লি যে, ভাত দেইলে উঠতে নাই বাপজান। শোন্, শোন্।
আবিদ	:	আমি ইস্কুলে চললাম। স্কুলে আজ ডিম দেবে।
মুমতাজ	:	পেট পুরে খেয়ে নিস্ বাপ্। (স্বগোক্তি) শুটকি খব নি ! তো জ্যান্ত মাছ পাব কুথায় শুনি ? ট্যাকা আছে ? ডোবাই শুকায় খট্ খট্, বর্ষা না এলে আর পানি হবে নি। আল্লা, এবার আর মুখ ফিরায় রাখোনি।
।। দৃশ্য – ২ ।।		
(নানান লোকের হৈচৈ। মাছ ধরার ট্রলারগুলো ঘাটে নোঙর করছে। ট্রলার থেকে সবাই মাছ নামাতে ব্যাস্ত)		
মুইম	:	হেই, রহিম ভাই। মাছ কেমন পেলে ?
রহিম	:	(গলায় হতাশার সুর) না ভাই। কুড়িয়ে বাইরে ৪০ – ৫০ কিলো হবে। তাও চাঁদা, লইট্টা, প্যাঁঙ্গাস বেশি।
মুইম	:	ইলিশ পাও নাই
রহিম	:	পাইছি, দুই চাইরটা, পামু কুথায় ? বেবাক পানি ত্যলে ঢাইক্যা গেছে।
মুইম	:	ত্যল, কোন ত্যল ? ত্যল আইল কোথুইকা ?
রহিম	:	কে জানে ? কুথায় জাহাজ ডুবছে। তাতে নাকি ত্যল যাইতা ছিল। সেই ত্যল গোটা দরিয়া ভাস্তাছে।
মুইম	:	অ্যাঁরে কর নসিব্। কুথাকার জাহাজ কুথায় ডুবল। নসিব পুড়ল আমাগো।
রহিম	:	না, মুইম ভাই, বাড়ি যাই। ছাওয়াল, মাইয়্যাটার জন্য মনটা আনচান করতাসে।
মুইম	:	আর বিবিজানের জন্য করতাসে না ? হা হা যাও, যাও। আরে সিরাজ চাচা তুমাদের খবর কী ? কি পাইল্যা ? (কথার শব্দ আস্তে আস্তে দূরে চলে যাবে)
।। দৃশ্য – ৩ ।।		
(রহিমের বাড়ি। তিনমাস পরে রহিম বাড়ি ফিরছে। বাইরে থেকে ছেলে মেয়েকে ডাকছে)		
রহিম	:	কইরে আবাইদা, আয়েষা মা, কোথায় গেলি তোরা ?
আবিদ	:	(চেঁচিয়ে ওঠে) মা, আব্বাজান, আইছে। দিদি আয়। (দৌড়ে বাড়ির বাইরে আসে, আব্বাকে জড়িয়ে ধরে) আব্বা, আব্বা।

মুমতাজ	:	আরে, এই আয়েষা, আব্বাকে আগে হাত মুখ ধোওয়ার পানিদে, গামছা দে। লোকটা ছাওয়াই বসে একটু ঝিরাক। তার পর না হয় (কথা শেষ হয়না, রহিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছাওয়ায় বসে পড়ে)
রহিম	:	আর কী জিরাবো ! মুমতাজ বিবি। জিরানো আমাদের নসিবে নাই।
মুমতাজ	:	(ভয়ে ভয়ে বলে) মাছ পাও নাই ?
রহিম	:	যা পাইছি, তা দিয়ে কিছু হবেনি বিবি। কিছু হবে নি। মহাজনের ধার যেমন ছিল তেমনি থাকবে। বেটা বেটিদের খাওয়ার, ট্রলার ভাড়া, পাঁচটা মানুষের মুজুরি কী ? (এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)
মুমতাজ	:	শান্ত হও, শান্ত হও। আল্লা ঠিক একটা ব্যবস্থা করবেন। এ আমাদের নসিব। নইলে দুবছর ধরে এমন হবে ক্যান ?
আয়েষা	:	নসিবকে দোষ দিও না মা। এর জন্য দায়ী দূষণ।
মুমতাজ	:	দুশমন ? কে আমাদের দুশমন যে সমুদদের সব মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ?
আয়েষা	:	দুশমন নয় মা। দূষণ। হ্যাঁ দূষণ ও আমাদের দুশমন নিশ্চয়ই।
রহিম	:	দাঁড়া, দাঁড়া। তুই কী বলতেছিস্ ? তিরিশ বছর ধরে মাছ ধরতেছি। এমনটা কখনও হয়নি, পর পর দুই, দুইট্যা বছর মাছ পাই নাই, আগে এক্কেবারে হয়নি। তা না। এক আধবার মাছ পাইনি। কিন্তু এরকমটি এর আগে হয়নি।
আয়েষা	:	আব্বা তুমি আগে হাত, মুখ ধোও, পানি খাও। তারপর আমি যা জেনেছি সব তোমাকে বলবো।
রহিম	:	কু থেকে জেনেছিস্ ? কলেজ থেকে তো ? জানি জানি। দুপাতা পড়ে তোরা সব জেনে গেছিস্ ? দাও বিবি, পানি দাও।
(রহিম হাত, মুখ ধুয়ে, খেতে বসে। মুমতাজ খাবার দেয়। হাত পাখা দিয়ে হাওয়া দেয়। খেতে খেতে রহিম আয়েষাকে আবার প্রশ্ন করে) বল্ কী বলতেছিলি বল্ তো আয়েষা।		
আয়েষা	:	আব্বা, তার আগে বলতো আমাদের পুকুরটা আগে কত বড় ছিল ?
রহিম	:	তা তো ছিলই। এক বিঘা জমি কাটিয়ে পুকুর বানাই ছিলাম।
আয়েষা	:	এখন কত ছোট হয়ে গেছে। কেন হল ?

রহিম	:	হবেনি কেন ? তোর যা যত জঙ্গাল, গোয়াল ঘরের খড় খুট সবতো পুকুর ধারে ফেলে।
মুমতাজ	:	আর তুমি জমির গাছ গাছড়া ফেল নি?
রহিম	:	হ্যাঁ ফেলেইছিতো, না হলে কুথায় ফেলবো ?
আয়েষা	:	আচ্ছা, আচ্ছা তাহলে কী দাঁড়াল ? আমরা মাটি, জঙ্গাল ফেলে আস্তে আস্তে পুকুরটা ভরাট করে ফেলেছে। আবার দ্যাখো আগে পুকুরের পানি কত পরিষ্কার ছিল, কত মাছতো, এখন কী হয় ?
মুমতাজ	:	আমার শাদী হয়ে আসার পর দেখেছি, কত মাছ।
রহিম	:	আরে আমাদের শাদীর সময় সব মাছ পুকুর থেকেই ধরা। জাল ফেলছি আর দু-কিলো, তিন কিলো ওজনের রুই, কাতলা উঠছে, ওসব আব্বার ছাড়া পোনো মাছ।
মুমতাজ	:	এখনতো ল্যাটা, শোল আর মাগুর ছাড়া আর কিছুই হয়নি ?
আয়েষা	:	কেন হয় নি ? ভেবে দ্যাখেছো ?
রহিম	:	কেন হয়নি ?
আয়েষা	:	তোমার জমির পানি বর্ষায় পুকুরে এসে পড়ে কিনা ?
রহিম	:	হ্যাঁ পড়ে।
আয়েষা	:	তার সঙ্গে ইউরিয়া, পটাশ সার, কীটনাশক ও পুকুরের পানিতে মেশে। ঠিক তো ?
রহিম	:	(উত্তেজিত) হ্যাঁ ঠিক ! তার সঙ্গে গোয়ালের নোংরা জলও, পুকুরে যায়।
আয়েষা	:	পুকুরের পানি নষ্ট হয়ে গ্যাল। এটাই হল দূষণ।
আবিদ	:	বুঝেছি, বুঝেছি, পানি নষ্ট হলেই দূষণ ফলে।
আয়েষা	:	শুধু পানি নয় ! মাটি, বাতাস – সবারই দূষণ হতে পারে।
মুমতাজ	:	তা পুকুরের পানি না হয় নষ্ট হল। দরিয়ার পানি কী করে নষ্ট হয় ? সে কি পুকুর ? তার কোন সীমা আছে ?
আয়েষা	:	আছে, সমুদ্রেরও সীমা আছে। জাহাজে করে মানুষ যে একদেশ থেকে আরেক

		দেশে যায়, সে সীমা আছে বলেই তো ?
রহিম	:	আচ্ছা মা, বল্ দেখি তাহলে এই যে সমুদ্রের পানিতে তৈল মিশলো, তাতে সমুদ্রের ক্ষ্যাতি হল ?
আয়েষা	:	হল নি ? দিদিমণি সেটাই তো আমাদের বোঝাচ্ছিলেন। পানির উপর তৈল পড়লে, পানির ভিত্তর অক্সিজেন যেতে পারেনি। আর তাতেই পানির যত মাছ, জীব, জন্তু সব মরে যায়।
মুমতাজ	:	কী জেন ?
আবিদ	:	অক্সিজেন, আমরা যে শ্বাস নিই, বাতাস থেকে সেটা শরীরের ভিতর যায়। তাই আমরা বেঁচে থাকি।
আয়েষা	:	আর নিঃশ্বাসের সাথে যেটা ছাড়ি তাকে কী বলে বল্তো ?
আবিদ	:	কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তুই ভেবেছিস্ আমি জানি নে। ওগুলো আমাদের পড়া হয়ে গ্যাছে।
আয়েষা	:	Very good এবার বল্তো আর কোথা থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় ?
আবিদ	:	রান্নার সময় কাঠ, কয়লা যখন পোড়ে, কল-কারখানায় আগুন জ্বালালে। বাসগাড়ি, বাইকের ধোঁয়ায়।
রহিম	:	দাঁড়া, দাঁড়া। হচ্ছিল সমুদ্রের পানির কথা। তোরা শুরু কয়লি বাস, বাইকের কথা।
আয়েষা	:	না আব্বা, এর সঙ্গে ওরও সম্পক আছে। বাতাসে যদি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেড়ে যায় তাহলে বাতাস দূষিত হয়। বাতাস দূষিত হলে, জীবজন্তুর ক্ষতি হয়। বাতাস গরম হয়। ঝড়, বৃষ্টি হয়। এই ক'বছর আগে আয়লা হল সেও পরিবেশ দূষণের জন্যই।
রহিম	:	কিন্তু সমুদ্রের মাছ হবে নি কেন ?
আয়েষা	:	আমাদের পুকুরে যে কারণে মাছ হয়নি, সেই একই কারণে সমুদ্রেরও মাছ হয়নি।
মুমতাজ	:	বুঝলাম নি।

রহিম	:	আমিও !
আয়েষা	:	এটা তো না বোঝার কিছু নেই। আমাদের জমির সার, কীটনাশক মেশানো, পানি, গোয়ালঘরে নোংরা পানি, পুকুরের পানিকে যদি নষ্ট করে দিতে পারে তবে এই সমস্ত পৃথিবীর যত জমি আছে তার সার মেশানো, পোকা মারার ওষুধ মেশানো পানি। কারখানার পানি, শহরের নোংরা পানি সমুদ্রকে নষ্ট করবোনি কেন ?
আবিদ	:	ওগুলো সাগরে যাবে কী করে ?
আয়েষা	:	নদী দিয়ে, আমাদের যত নোংরা পানি নদী, নালায় যায়। নদীনালার পানি সমুদ্রে যায়। আর এতেই সমুদ্রের জল দূষিত হচ্ছে।
রহিম	:	সমুদ্রে মাছ যদি না হয়। তো খাব কী ? জমিতে যেটুকু ধান হয় তাতে সারা বছরের খোরাক জুটবে নি। শেষে কী, আল্লা ? না খেয়ে মরতে হবে। হায় ! হায় ! রে। (বিলাপ করতে থাকে) এমন সময় পঞ্চায়েতের সদস্য ধীরেন বাবু আসেন।
ধীরেন	:	রহিম আছ না কি ?
রহিম	:	হ্যাঁ, আছি ধীরেন দা। আসেন বসেন পানি খান।
ধীরেন	:	না ভাই। আজ বসবো না, আজ তো তোমরা ফিরলে। এবারও মাছ পাওনি। সব শুনেছি। কাল বিকালে পঞ্চায়েতে এসো। আলোচনা করতে হবে। না হলে এই জেলে পাড়ার কেউ বাঁচবে নি। সব্বাই কে বলতে হবে। চলি ভাই কাল দেখা হবে।
।। দৃশ্য – ৪ ।।		
(পঞ্চায়েতের অফিস, গ্রামের সবাই জড়ো হয়েছে। নানান লোকের কথা শোনা যাচ্ছে)		
সাগর মণ্ডল	:	শোনো ভাই সব। সব শান্ত হও। যে জন্য সবাইকে ডেকেছি তা হল, পর পর দুবছর আমরা মাছ পাচ্ছি নি। আগে যে এরকম হয়নি তা নয়। কিন্তু এবারকার মত নয়। যেখানে আগে এক সিজিনে ৫০০ – ৬০০ টন মাছ পেতাম এবার তা ১৫০ টনও হচ্ছে নি। এরকম চললে ২৫০টি পরিবারকে না খেয়ে মরতে হবে।

		এবার বল আমাদের কী করা উচিত।
শ্যামল	:	শনি পূজা দিতে হবে।
রহিম	:	রাখো তোমার শনির পূজো। এবার যাওয়ার আগে পীরের থানে মানত করে গেস্‌লাম। কী হল ?
শ্যামল	:	তোর পীরের থানের কথা কে বলেছে ? আমাদের শনির দশা চলছে। তাই শনির পূজা করতে হবে।
ধীরেন	:	ওসব পূজা-টুজা করে কিছু হবে না। আগে বুঝতে হবে কেন এমন হচ্ছে ?
রহিম	:	আমার বেটি বলছিল কীসব দুশমন – না – না দূষণের জন্য নাকি সাগরের পানি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই মাছ এদিকে আসতেছে নি।
ধীরেন	:	ও ঠিকই বলেছে রহিম ভাই। সাগরের জল আর আগের মত নেই। তবে আমরা মুক্ষু-সুক্ষও মানুষ। আমরা আর কতটুকু জানি। আমাদের মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলতে পারবে। কলেজে পড়ায়। অনেক পড়াশুনা আছে।
সাগর মণ্ডল	:	ঠিকই বলেছো। শ্যামল যা তো মাস্টারমশাইকে ডেকে আনতো।
শ্যামল	:	যাচ্ছি দাদা।
(নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যে মাস্টারমশাই এলেন)		
মাস্টারমশাই	:	কী ব্যাপার সাগর। আমাকে পঞ্চায়েতের তলব ? আমি তো তোমাদের রাজনীতিতে কোনোদিন মাথা গলাই নি। কী অপরাধ করে ফেললাম ?
সাগর মণ্ডল	:	না, না মাস্টারমশাই এ আপনি কী বলতেছেন ? আসেন, আসেন, আগে বসেন। এটা রাজনীতি নয় মাস্টারমশাই, এ আমাদের রুজিরোজগারের বিষয়।
মাস্টারমশাই	:	তোমাদের রুজিরোজগারের ব্যাপারে আমার কী করার আছে ?
ধীরেন	:	আছে, মাস্টারমশাই। দুবছর ধরে মাছ উঠছে নি। রহিম বলছে ওর মেয়ে বলেছে দূষণের জন্য মাছ আসছে না। আমরা মূখখু-সুখখু মানুষ। আপনি বলুন আমাদের কী করা দরকার।
মাস্টারমশাই	:	রহিমের মেয়ে মানে আয়েষা তো। ও ঠিকই বলেছে ? দ্যাখো মাছ কেন কম উঠছে তার সঠিক কারণ আমি বলতে পারবো না। তবে আমাদের চারদিকের

		পরিবেশ যে আমরা প্রতিদিন দূষিত করছি, তা বেশ বুঝতে পারছি। যেমন নদীকে, মাটিকে, বাতাসকে দূষিত করছি তেমনি সমুদ্রকেও করছি। তোমরা তো খাঁড়ি থেকে গঙ্গার মোহনা, সেখান থেকে সাগরে যাও। বলতো তিরিশ বছর আগে মোহনার জল যেমন দেখতে এখনও কি তেমনি দ্যাখো।
রহিম	:	না, মাস্টারমশাই। মোহনার জল আর আগের মত সাদা নেই।
মাস্টারমশাই	:	এরকম হাজারটা নদী নানান দেশের হাজার শহরের ময়লা, রাসায়নিক পদার্থ সমুদ্রে নিয়ে ফেলছে। শুধু কি তাই ! কোনো কোনো দেশ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই, পারমাণবিক ছাই জাহাজে করে গভীর সমুদ্রে নিয়ে ফেলছে।
শ্যামল	:	কীসের ছাই মাস্টারমশাই ?
মাস্টারমশাই	:	যেখানে বিদ্যুৎ তৈরী হয় সেখানে কোথা থেকে বিদ্যুৎ হয় ? কয়লা পুড়িয়ে তার তাপ কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী হয়। তা, কয়লা পুড়লে তো ছাই হবেই। সেই ছাই তেলের জাহাজ ফুটো হয়ে গিয়ে সেই তেল জলে মিশছে। সমুদ্র আর কত নেবে ? জলে যেসব গাছপালা, শ্যাওলা জন্মায় তারা জন্মাচ্ছে না, মাছেরা তাদের খাবার পাচ্ছে না। এই যে ইলিশ মাছ, এরা থাকে সমুদ্রে কিন্তু ডিম পাড়ার জন্য মিষ্টি জলে আসা চাই। নদীর মুখে এসে ওরা দেখছে ওদের চেনা মিষ্টি জল এটা নয়। ওরা ফিরে যাচ্ছে। তোমরা ওদের ধরবে কী করে ?
রহিম	:	কিন্তু মাস্টারমশাই, এসব শুনে আমরা কী করবো ? এসব সরকারের কাজ। সরকার দেখবে।
মাস্টারমশাই	:	বা, রহিম, সরকারের কাজ বললেই হবে ? আমাদের কিছু করার নেই ?
সাগর মণ্ডল	:	আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। মাছ ধরে সংসার চালাই। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিয়ে কী করবো বলুন তো মাস্টারমশাই।
মাস্টারমশাই	:	সাগর বাবু, একটা সোজা হিসেব কষ্ দেখি।
সাগর মণ্ডল	:	হিসেব ? কীসের হিসেব ?
মাস্টারমশাই	:	আমাদের এই বকখালি, গেঁওখালি অঞ্চল থেকে বছরে কটা ট্রলার সাগরে যায় ?
সাগর মণ্ডল	:	তা এক একবার ৭০ – ৮০ টি করে, বছরে ২৫০ টা হবে।

মাস্টারমশাই	:	বেশ। এবার ধরো কাকদ্বীপ, নামখানা, ক্যানিং এরকম আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সব জায়গা ধরলে কত হবে ?
সাগর মণ্ডল	:	কত হবে ? এই দেড় – দুহাজার হবে।
মাস্টারমশাই	:	তা সাগরে তো শুধু আমাদের এই দখ্ণের মানুষই যায় – তা তো নয়। উত্তরের মানুষও তো যায় ? না কি ? তার উপর ধর অন্য রাজ্য – উড়িষ্যা, অন্ধ, তামিলনাড়ু। বাংলাদেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তা সব মিলিয়ে কত হল ?
সাগর মণ্ডল	:	বলতে পারবো নি। কয়েক হাজার তো হবেই।
মাস্টারমশাই	:	তাহলে দ্যাখ, এই যে হাজার হাজার ট্রলার সমুদ্রে জাল ফেলছে। সমুদ্রে মাছ কী অফুরন্ত ? যে তার শেষ নাই। আর বড় মাছ সব ধরে ফেললে ডিম পাড়বে কে ? পরের বছর মাছ আসবে কোথা থেকে ? এটা কী ভেবে দেখেছ কখনও ?
মুইম	:	মাস্টারমশাই ঠিক বলেছেন। সে জন্যিই তো সরকার থেকে ছোট মাছ ধরতে বারণ করতেছে।
রহিম	:	কিন্তু মাস্টারমশাই, আমাদের চলবে কী করে ? শেষে কি বৌ-বাচ্ছা নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে ?
সাগর মণ্ডল	:	হ্যাঁ, মাস্টারমশাই। আপনি একটা রাস্তা আমাদের দেখান।
মাস্টারমশাই	:	পাগল কোথাকার ! আমি পথ দেখাবার কে ? আমি কি সব জেনে বসে আছি যে সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবো ! শোন তোরা দু-একজন কাল মৎস্য দপ্তরের অফিসে যা। দ্যাখ তারা কী বলেন ? আর দূষণের ব্যাপারটা জানতে গেলে প্রধান সাহেব, তোমাকে পরিবেশ দপ্তরেও যেতে হবে। আমি এবার উঠি। তারা কী বললেন জানিও কিন্তু।
(রহিমের বাড়ি, রাত্রিবেলা। খাওয়া দাওয়ার পর ভাই-বোন শুয়ে শুয়ে কথা বলছে)		
আবিদ	:	দিদি, অ্যাই দিদি, ঘুমাই পড়লি ?
আয়েষা	:	না, কেন ? কী হয়েছে ?
আবিদ	:	আমার সাইকেলের কী হবে ?

আয়েষা	:	তুই আচ্ছা ছেলে তো। দেখছিস্ মাছ ওঠে নি বলে আব্বার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোথা থেকে ধার শুধবে তার ঠিক নেই। তুই সাইকেল, সাইকেল করে যাচ্ছিস্। আর দুবছর পর তো ইস্কুল থেকেই সাইকেল পাবি।
আবিদ	:	(কাঁদ, কাঁদ গলায়) আরও দু ব-ছ-র ? গোপালের আব্বা, এবছরই ওকে সাইকেল কিনে দিবে বলেছে।
আয়েষা	:	গোপালের বাবার ব্যবসা আছে। ওদের টাকার অভাব ?
আবিদ	:	দিদি, তুই যে তখন বললি – সমুদ্রের পানি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তা সমুদ্দুর কি আমাদের ডোবার মত ছোট যে পানি খারাপ হয়ে যাবে ? সমুদ্দুর কত বড়। তার কি কোন সীমা আছে ?
আয়েষা	:	আছে। সমুদ্রেরও সীমা আছে। সমুদ্র তো আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই নাকি ? পৃথিবীর যদি সীমা থাকে, সমুদ্রের থাকবে নি ? পৃথিবীতে এখন কত মানুষ বাস করে জানিস্ ?
আবিদ	:	জানি। আমাদের বই-এ আছে।
আয়েষা	:	কত ?
আবিদ	:	পাঁচশো কোটি।
আয়েষা	:	তাহলে ভাব। আমরা মাত্র চারজন মিলে আমাদের ডোবাটাকে যদি নষ্ট করে ফেলতে পারি। তাহলে পাঁচশো কোটি লোক সমুদ্রকে নষ্ট করে ফেলতে আর কত দিন ?
আবিদ	:	সব্বাই জেনে শুনে তাহলে নষ্ট করছে কেন ?
আয়েষা	:	সব্বাই করবে কেন ? অনেকে করছে। কেউ জেনে করছে, কেউ না জেনে করছে। পৃথিবীতে যত ধনী দেশ আছে তারা তত বেশি পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।
আবিদ	:	তা, আমরা কী করবো ? (হতাশার সঙ্গে) আব্বা কোনদিনই মাছ পাবে নি, আর আমার সাইকেলও হবে নি।
আয়েষা	:	হবে, হবে। সেজন্য অনেক কিছু জানতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে। এখন সব দেশের মানুষ সচেতন হচ্ছে। তারা সরকারকে বলছে – দূষণ ঠেকাও,

		আমাদেরও সচেতন হতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে, সমুদ্রকে না বাঁচালে আমরাও বাঁচবো না, নে এখন ঘুমা।
আবিদ	:	সকালে ডেকে দিবি।
(দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে)		
(ঘুমের মধ্যে আবিদ স্বপ্ন দেখে)		
রহিম	:	আবিদ বাপজান ! কোথায় গেলি ? দ্যাখ তোর জন্য কী এনেছি।
আবিদ	:	সাইকেল ! দিদি, দিদি দেখবি আয়। আব্বা আমার জন্য নতুন সাইকেল এনেছে। (ক্রিং, ক্রিং সাইকেলের ঘণ্টা বাজবে)
আয়েষা	:	বাঃ দারুণ দেখতে তো। এবার খুশি হয়েছিস্ তো।
মুমতাজ	:	কী হলো রে ? এত চেঁচাচ্ছিস। ও মা নতুন সাইকেল ! তা কত ট্যাকা নিল গো ?
রহিম	:	গুনে, গুনে চব্বিশশো ট্যাকা নিল।
মুমতাজ	:	চ-ব্বি-শ-শো। এত টাকা তুমি খরচ করে দিলে ? চালটা কি হাল হয়েছে দেখেছো। ওটা কী দিয়ে সারাবে ? মাইয়্যাটার দুটো বই কাপড় নাই। কলেজ যেতে লজ্জা করে। উয়ার জন্য দুটা কাপড় আনতে পারলেনি ?
রহিম	:	এনেছি, এনেছি। এই নে মা। দ্যাখ তো পসন্দ হল কিনা। বিবি তোমার জন্যও একখানা এনেছি।
মুমতাজ	:	আমার জন্য আনার দরকার কী ছিল ? আমি কি ইস্কুলে যাই না কলেজে যাই। তা এত টাকা তুমি পেলে কুথায়।
রহিম	:	এবার আল্লাহ্ কৃপায় অনেক মাছ উঠছে। তা মহাজন কিছু টাকা দিল। তাই হাট থেকে কিনে আনলাম।
আয়েষা	:	আব্বা। শুধু আল্লাহ্র কৃপা বললে হবে না। তোমরা এই দুবছর মৎস্য দপ্তরের কথা মত ছোট মাছ ধরনি। সব ট্রলারকে যেতে দাওনি। এছাড়াও নদীর জল যাতে নোংরা না হয় সেদিকেও সরকার নানান ব্যবস্থা নিয়েছে। এটা তারই সুফল।

(আয়েষা ঘুম থেকে উঠে ভাইকে ডাকে)		
আয়েষা	:	আবিদ, আবিদ, ওঠ্ ওঠ্ বেলা হয়ে গেছে।
আবিদ	:	হুঁ, আমার সাইকেল ? (স্বপ্ন ভেঙ্গে ঘুম থেকে উঠবে)
আয়েষা	:	সাইকেল ? সাইকেল কোথা থেকে আসবে ?
আবিদ	:	আব্বা যে আনল ! নতুন সাইকেল।
আয়েষা	:	স্বপ্ন দেখছিলি ? যা মুখ ধুয়ে বই নিয়ে বস্।
(সমাপ্ত)		